দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ DEC. 06 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

মহিলা অঙ্গন

জননী সাহসিকার নিজের কথা

জননী সাহসিকা চলে গেলেন- কোটি কোটি বাঙালীকে কাঁদিয়ে। আমরা যারা যে সব মেয়ে আজ আলোর পথ ধরে এগুচ্ছি তিনি ছিলেন তারই মশালবাহী। দুর্যোগে-দুর্ভাবনার দিনগুলোতে আমরা ছুটে গেছি তাঁর ছায়াতলে। দিয়েছেন নির্দেশ। দিয়েছেন দুর্যোগ মোকাবেলার পথ বাতলে।

সমাজ জীবনের দ্রুত পরিবর্তন, নীতি বিবর্জিত-ঐতিহ্যবিহীন পরিবর্তন তাঁকে পীড়িত করতো। তিনি বলতেন, উন্নয়ন মানে নিজের মর্যাদা আর স্বাতন্ত্র্যকে ভুলে যাওয়া নয়। ঐতিহ্যকে দুমড়ে মুচড়ে পথ চলা নয়। প্রায়ই তুলনা করতেন বাঙালী মহিলাদের সেকাল ও একালের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের নিয়মিত পাক্ষিক "সচিত্র-বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে তার সাথে কথা বলেছিলাম-এই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে। তিনি খোলামনে বলেছিলেন, সামাজিক পরিবর্তনের নেতিবাচক-ইতিবাচক দিক দিয়ে। যা সচিত্র বাংলাদেশের ১/৯/৯০ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। —শামীমা চৌধুরী

বাঙ্গালী মহিলাদের সেকাল ও একাল

■ বেগম সুফিয়া কামাল ■

পরিবর্তন সেতো থাকবেই। সেটা সবক্ষেত্রেই ঘটছে। শিক্ষা-প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার এই পরিবর্তন করেছে আরও দ্রুততর- বেগবান। কখনও এই পরিবর্তনের ফলাফল আমাদের কাছে নেতিবাচক কখনও ইতিবাচক। পরিবর্তনের এই ফলাফলকে মেনে নিয়েই আমাদের এগুতে হবে।

এমনি পরিবর্তনকে সেকাল আর একালের বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যেও ঘটেছে। আমার দীর্ঘজীবনের পথপরিক্রমায় এই পরিবর্তন উপলব্ধি করেছি পলে পলে। শিক্ষিত অথচ গোঁড়া পর্দানশীল যে পরিবারের মেয়ে আমি, সেখানে সেই বিশের দশকে পুরুষের পাশাপাশি প্রাতষ্ঠানিক শিক্ষার কথা ভাবাই ছিল সামাজিক অপরাধের সামিল। মেয়েরা একান্তই মেয়ে। চাঞ্চল্য কিশোরীদের দেহ-মনকে স্পর্শ করার আগেই লম্বা ঘোমটা টেনে তারা ঢুকবে স্বামীর গৃহে। স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-ননদ এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সেবাযত্ন, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন-এর বেশীকিছু চাইবার বা পাওয়ার অধিকার মেয়েদের নেই। সুদীর্ঘ সময় ধরে এই মনোভাব আঁকড়ে ধরেছিল সামাজিক উন্নয়নকে। আমিও আমার জীবনে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু ওই যে বল্লাম পরিবর্তনের কথা। বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতার চেতনা-আন্দোলন সেই সাথে অর্থনৈতিক প্রয়োজন সেই সময়ের সনাতন সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তন আনে। তবে এখনকার মত এতো ব্যাপকভাবে নয়।

যে পরিবারে আমার জন্ম এবং যে পরিবারে আমার বিয়ে হয়েছিল- সেখানে একটি শিক্ষিত পরিমন্ডল ছিল। আমি আমার মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি। পরে স্বামীর উৎসাহে সংসারের নানা বন্ধনের মাঝেও পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছি। সামাজিক কাজে এগিয়ে এসেছি। যেহেতু সে সময় আমার মত শুটিকয়েক মেয়ে মাত্র শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজকল্যাণের কাজ করছিল- কাজেই এতো রক্ষণশীলতার ভেতরেও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তী না থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতি সকলের একধরনের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আমাদেরকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হতো। এতো বাধা-বিপত্তির ভেতরেও তাই কবি হিসাবে, সমাজসেবিকা হিসাবে আমার পরিচিতি বরং বৃদ্ধিই পেয়েছিল। বরিশাল 'মাতৃমঙ্গল সেবা সদনস্থ থেকে আমার সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের শুরু। এরপর বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামস্থ-এর পক্ষ থেকে নানা দরিদ্র শিশু ও মহিলাদের জন্য কাজ করেছি। আমাদের চলাফেরা, আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত মার্জিত-নম্র। পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল শালীন। এ কারণে আমরা কখনই কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হইনি। আমাদের বিরুদ্ধে বাধা ছিল কিন্তু অশ্রদ্ধা ছিল না। তাছাড়া আমরা তখন যে কাজই করেছি পারিবারিক দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে যাইনি কখনো। স্বামী-সন্তানদের সেবাযত্ন, রান্নাবান্না, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন-সবকিছু করেই আমরা ঘরের বাইরে কাজ করেছি। সেই সাথে নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রতিও সচেতন থেকেছি। নিজেদের বিশ্বাস ও দায়িত্বের প্রশ্নে কখনও অন্যের দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম না। আমাদের কালের মেয়েরা চটকদার জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না। নিজেদের স্থানে দাঁড়িয়েই তারা অন্যের কাজ করেছে।

অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনেককিছুর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মেয়েদের শিক্ষার প্রসার-অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে মেয়েদের কর্মজীবী মহিলায় রূপান্তর করেছে। সাথে সাথে বেড়েছে মহিলা নির্যাতনের হার। সামান্য যৌতুকের লোভে স্ত্রী খুন, দাম্পত্য কলহের কারণে স্ত্রী খুন, কথা কাটা কাটির জন্য প্রেমিকা খুন ইত্যাদি ঘটনা উন্নয়নের পাশাপাশি অবক্ষয়ের চিত্রকেও প্রকট করে তুলছে। মহিলাদের সৌন্দর্য ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা আমাদের সময় ছিল না। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সর্বক্ষেত্রে বিশেষ কোটা প্রবর্তন, আর্থিক সাহায্য- এতোকিছুর পরেও কেন মহিলারা এহেন অমানবিক নির্যাতনের শিকার? কেন তারা অশ্রুধারা পাত্র?

জীবনের যতদূরে যাই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমরা বাঙ্গালী মেয়ে, বাঙ্গালী বধূ বাঙ্গালী মা। কাজেই আধুনিকতা বা উন্নয়নের নামে পাশ্চাত্যের অশালীনতা আমাদের ভেতরে ঠাঁই দেয়া উচিত নয়। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মক্ষেত্রে অনেক মেয়ে আছে যারা এমনধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে যা বিজাতীয় সংস্কৃতির বাহক। চলা-ফেরা, আচার-আচরণও তাই। পক্ষান্তরে আধুনিক মানুষ হিসাবে নয়, ব্যক্তিত্বহীন মানুষ হিসাবেই তারা বিবেচিত হচ্ছে। সময়কে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। তাই বলে আধুনিকতার নামে অবাধ মেলামেশা, সাংসারিক দায়দায়িত্ব এড়ানোর আদৌ কি আধুনিকতা? এতে করে বাঙ্গালী মেয়েদের প্রতি পুরুষদের শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে। এতোসব ভালো কাজ করা সত্ত্বেও মেয়েদের মূল্যায়ন ঠিক তেমনভাবে হচ্ছে না। আমরা সামান্য করেও যা পেয়েছি- এখনকার মেয়েরা এতো করেও তা পাচ্ছে না। উল্টো তারা নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে।

যা চলে গেছে তাতো ফিরে আসবে না। বর্তমানকে নিয়েই আবর্তিত হতে হবে। যুগের দাবীকে মেনে নিতে হবে। আমি শুধু বলবো, অতীতের মূল্যায়নের আলোকে আজকের মেয়েরা যেন তাঁদের পথ খুঁজে নেয়। অন্যকে অনুকরণ করে নয়, নিজের পরিবেশ প্রতিবেশ ঐতিহ্যকে রক্ষা করেই তারা যেন সাংসারিক জীবনে, পেশাগত জীবনে সাফল্যলাভে সক্ষম হয়। তারা সংবাদপত্রে নির্যাতনের শিরোনাম নয়, শ্রেষ্ঠত্বের শিরোনাম হয়ে যেন আসে। ❑

এই মহীয়সী নারীর পূর্ণতা পূরণ হওয়ার নয়

নির্মল চন্দ্র লোলা

সুফুল রায়

'সুফু এতি কিলো ঘটনা, তাহে কেন এত ভয়?
সম্মাট মাঝেতে কবার মহিরে, চিন্তাজীবী কেমনেন?'
কবির এ উক্তিটি চিরন্তন। আপনাও কিছু কিছু সুফু আমাদের জীবন আঙ্গনে কথা নাটক লেখাদেন সুফিয়া কমাল। কবিকে নিয়েও হাতে নাম লিখে গোরা হইয়েনা সুফিয়া কমালকে দিয়েছেন। সুফুর চিরকালকাল মেনে নিয়েই আমাদের পথ চলাতে হয় আবার।

বেগম সুফিয়া কামাল শুধু সাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত থাকেননি, সংগঠন এই মহিলাকে নারী দর বসব ফাদিবাদ, মৌলবাদ, বৈষম্যচারের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র, মুক্তিচর্চা ও বুক্ত সংস্কৃতির পক্ষে আন্দোলন করেছেন। ১৯৫২ সালে বাঙ্গালার 'মাতৃভাষা' এক্ষমায় মুসলিম লীগের সদস্যা হিসেবে সামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। সে বছরই বহাদা গান্ধী বাঙ্গালা সফরে এসেছিলেন। সুফিয়া কামাল নিজ হাতে চরকায় সুতা কেটে গান্ধীজীর হাতে তুলে দেন। সে সময় মুসলিম সমাজের রক্ষণশীলতায় তা ছিল একেবারেই অকল্পনীয়। ১৯২৯ সালে পারিবারিক ও সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে প্রথম মুসলিম মহিলা হিসেবে বিমানে চড়েন। '৪০ সালের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনেও তিনি সাহসী ভূমিকা রাখেন। ভারতের ভাষা আন্দোলন। সেখানেও তিনি মহিলাদের সংগঠিত করেন। '৫৫ সালে যখন দুরদৃষ্টের বৃদ্ধি দেখা গেল তখনও তিনি মহিলা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। '৬০-এর আইয়ুবিরোধী গণতন্ত্রআন্দোলনে মহিলাদের সমাবেশে নেতৃত্ব দেন। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেন। সংগঠনী '৭০-এর বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। '৭০-এর জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা যাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলনে ও সাম্প্রদায়িক বিরোধী আন্দোলনেও তিনি ছিলেন সোচ্চার।

এই মহীয়সী নারী জন্মকরেছেন মানকজাতাকে। বাঁধা সংস্কৃতিকে তার ভাঙ্গ দিয়েছেন। তিনি কবিতায় যে সুন্দর একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে চেয়েছিলেন আমরা যদি সে হয়তো একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে পারি তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। সমাজে নারী তবেই উপযুক্ত হবে যখন তাকে সমাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠাই হবে তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা। সুফিয়া কামাল আমাদের মাঝে নেই সত্য। আছে তার আদর্শ, তার চিন্তা-চেতনা। যিনি কবিতায় যে সুন্দর একটি সমাজব্যবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন আমরা যদি সে হয়তো একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে পারি তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। কুসংস্কার, কুসংস্কার, নারী নির্যাতন, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, এসব এর পূর্বশর্ত হচ্ছে সচিত্রসাক্ষরতা অর্জন করা। এরপর সমাজ এগুতে হবে। সমাজের সকল স্তরে সুফিয়া কামাল পৌঁছাতে পারলে তখন সুফিয়া কামাল কবরেতায় হয়ে যাবে। কবি যেভাবে চেয়েছিলেন এই সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে। সাংস্কৃতিকের দেশপ্রেমে আমাদের উচ্চ হতে হবে। সমাজের সকল স্তরে কুসংস্কার দূর করতে হবে। সাংস্কৃতিক দেশপ্রেমে আমাদের উচ্চ হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সাম্প্রদায়িক বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। সুফিয়া কামাল এই মহীয়সী নারীকে অভ্যন্ত শ্রদ্ধা জানাই।

কবি তার সুচিন্তারকের এক পর্যায়ে আক্ষেপ করে বলেন, "দেশ স্বাধীন হলো। দেশ গঠনের কাজ শুরু হলো। নারী মুক্তি আন্দোলনের পরিক্রমা হলাম। বিশ্বেষাধার, মহিলা পরিষদের মাধ্যমে। স্বকল্প পরিবার নিয়ে হওয়াই পরে আবার শুরু হলো গণতন্ত্রের জন্য লড়াই সংগ্রাম। আমি যব সময় চেষ্টা করেছি সাথে থাকার। আমি রাজনীতি বুঝি না। মানুষের সাহসের জন্য মানুষের পাশে থেকে সবার শিক্ষা, খাদ্য, চিকিৎসা, মাথা গোঁজার ঠাঁই, কাজের সংস্থান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সরকার, রাজনৈতিক দল, সমাজ, সংস্কৃতিকর্মী মানুষের সংগঠনের কাজ বলে মনে করি। কিন্তু কি দেখেছি এই বাংলাদেশ এতিম মায়, বর্ষণ, নিপ্ত নির্যাতন, সমাজের-দেশের দুরূপ অবস্থাকে চিত্রিত করেছে। সমাজের বিরোধ জানাচ্ছে না। প্রতিরোধ করছে না। আহস আছে তো বাঙ্গালার মেয়ে। সাংস্কৃতিক জগতের মহাসম্মান করিনি। নতুন যুগের সমাজ-বিরোধ প্রতিরোধ করার বিরোধিতা জনগণের মধ্যে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। '৪০ সালের সারাজীবন সংগ্রাম করিনি। নতুন যুগের সমাজ-বিরোধ প্রতিরোধ করার মানুষকে হাল ধরতে হবে।"

মুক্তাঞ্চায় কবির ইচ্ছে ছিল মুক্তির পথও যেন তার ওপর যেন মুক্তাকারীর ছায়া না পড়ে। তার জানাজা যেন মুক্তাঞ্চারী নিয়ে পড়ানো না হয়। জানাজা পড়াতে যান যেন বাংলো হয় তাকে যেন নাস্তিক ডাকিয়ে দেয়া হয়। কোন বিশেষ স্থানে যেন তাকে সমাধিস্থ না করা হয়। অজিমপুর গোরস্থানেই সাধারণ মানুষের সাথে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। কবরের জন্য যেন কোন জায়গা কেনা না হয়। কুলখানি অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ ব্যয় না করে তা যেন আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, যারা বেওয়ারিশ লাশের সৎকার করে সেখানে দেওয়া হয়।

বেগম সুফিয়া কামাল আমাদের মাঝে নেই সত্য। আছে তার আদর্শ, তার চিন্তা-চেতনা। যিনি কবিতায় যে সুন্দর একটি সমাজব্যবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন আমরা যদি সে হয়তো একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে পারি তবেই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। সমাজে নারী তবেই উপযুক্ত হবে যখন তাকে সমাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠাই হবে তার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে। কুসংস্কার, কুসংস্কার, নারী নির্যাতন, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, এসব এর পূর্বশর্ত হচ্ছে সচিত্রসাক্ষরতা অর্জন করা। এরপর সমাজ এগুতে হবে। সমাজের সকল স্তরে সুফিয়া কামাল পৌঁছাতে পারলে তখন সুফিয়া কামাল কবরেতায় হয়ে যাবে। কবি যেভাবে চেয়েছিলেন এই সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে। সাংস্কৃতিকের দেশপ্রেমে আমাদের উচ্চ হতে হবে। সমাজের সকল স্তরে কুসংস্কার দূর করতে হবে। সাংস্কৃতিক দেশপ্রেমে আমাদের উচ্চ হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে সাম্প্রদায়িক বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে। সুফিয়া কামাল এই মহীয়সী নারীকে অভ্যন্ত শ্রদ্ধা জানাই।

সামাজিক সচেতনতা ও নারী মুক্তির হয়তোবে তাকে কবিতায় আমরণ জানিয়েছেন তার লেখায়। সেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের পরিক্রমা হয়েছে। কবি ইন্তেকালের বিদেশে ফেলুগানিতের বাড়িয়ে আসিয়া কমাল। কবিকে নিয়েও হাতে নাম আঙ্গনে কথা নাটক লেখাদেন সুফিয়া কমাল। কবিকে নিয়েও হাতে নাম লিখে গোরা হইয়েনা সুফিয়া কমালকে দিয়েছেন। সুফুর কষ্ট দেয়া। হাজিরে দেশে আমরা ধৈর্য ও সংযত কথতা। সুফুর চিরকালকাল মেনে নিয়েই আমাদের পথ চলাতে হয় আবার।

আমরা হাজিরাছি বহীয় জনানীর মতো পরিচে এর মাধ্যমে। হাজিরেছি ও আছে শহীদের মতো একজন মুক্তাচিন্তার পরিচ্ছন্নতা। যাদের জীবনধারা আমাদের সুস্থচিন্তার ছিল পরিপূর্ণ। এতে একে সবাই হলে গিয়ে জাতার খুন্য করতে বসেছে।

সম্প্রতি আমাদের মাতৃহারা হলে সেন আমাদের মাতা বেগম সুফিয়া কামাল। বটবৃক্ষের মতো সারা জাতিকে ছায়া দিয়ে রেখেছিল এ মাতা। আজ আমরা সত্যি অনাথ হয়ে গেলাম। এ মাতার শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়